সরকারি আবাসন পরিদপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

আই,সি,টি, পলিসি-২০১৫-এর ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২০১৭) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্পমেয়াদী (২০১৮)	মধ্যমেয়াদী (২০২০)	দীর্ঘমেয়াদী (২০২২)	গৃহীত কার্যক্রম/পদক্ষেপ
**৩	সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনগণের জন্য আইসিটি ভিত্তিক হেল্পডেস্ক স্থাপন। সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে কল সেন্টারের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদিত হতে পারে। এসব কল সেন্টারের জন্য টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বল্প মূল্যে অথবা টোল-ফ্রি নম্বর সুবিধা প্রদান।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	নাগরিকদের ব্যয় কমবে এবং সময়ের সাশ্রয় হবে।	√			বর্তমানে পরিপূর্ণ আই,সি,টি, ভিত্তিক হেল্পডেস্ক না থাকলেও টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ইমেইল এবং পরিদপ্তরের দাপ্তরিক ফেসবুক পেইজের মেসেজিং অপশন ব্যবহার করে সেবাগ্রহীতাগণকে তথ্য প্রদান করা হচ্ছে।
*৭	ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সকল সেবার আবেদন এবং সেবা গ্রহণে নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	নাগরিকের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে	√			পরিদপ্তরে এই বছরেই ই-নথি ব্যবস্থাপনা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। এই ব্যবস্থাপনা চালু হলে সকল আবেদন "নাগরিক কর্নার" ব্যবহার করে আবেদন গ্রহণে অনলাইন পদ্ধতি প্রবর্তন সহজ হবে।
*৮	যে কোন স্থান হতে যে কোন সময় সকল নাগরিক সেবা অনলাইনে পাবার ব্যবস্থাকরণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্বল্প ব্যয় ও সময়ে সকল সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।			√	পরিদপ্তরে এই বছরেই ই-নথি ব্যবস্থাপনা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। এই ব্যবস্থাপনা পরিপূর্ণভাবে চালু করা হলে পরিদপ্তরের সকল সেবা যে কোন সময় সকল নাগরিক গ্রহণ করতে পারবেন।
*১৩	ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নাগরিক আবেদন ও অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি এবং অবহিতকরণ। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নাগরিক মতামত গ্রহণ করে সেবার মান উন্নয়ন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকারি দপ্তর	সেবার মান উন্নয়ন এবং নাগরিক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি	√			বর্তমানে পরিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত ইমেইলভিত্তিক অভিযোগ প্রদান ব্যবস্থাপনা এবং পরিদপ্তরের ফেসবুক পেইজ ব্যবহার করে সেবাগ্রহীতাগণের মতামত গ্রহণসহ অভিযোগসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পন্ন করা হয়।
১৪	সকল প্রণীতব্য নীতিমালা ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও জনগণের মতামত গ্রহণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকারি দপ্তর	নীতিমালা প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।	√			প্রণীতব্য নীতিমালাসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।
১৫	প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে স্থানীয় ভাষায় স্থানীয় পর্যায়ের উপর্যুক্ত বিষয়বস্তু উন্নয়ন উৎসাহিতকরণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর	জনগণের বৃহৎ অংশকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের সুবিধা প্রশস্ত হবে।				বিষয়টির সাথে এই পরিদপ্তরের সংশ্লিষ্টতা নেই।
৪৩	সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সেবার তথ্য কাঠামো ওয়েবসাইটে প্রকাশ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনগণের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ	√			সকল তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।
৪৪	ইলেকট্রনিক ক্রয় পদ্ধতি চালুকরণ ও সকল উন্মুক্ত দরপত্র ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থাকরণ।	আইএমইডি (সিপিটিইউ), সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি।		√		ই-জিপি পদ্ধতি চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি অনলাইনে প্রকাশ করা হয়। পরিদপ্তরে নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
৪৫	PPA অনুযায়ী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বিধি মোতাবেক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের পাশাপাশি CPTU-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের	সকল সরকারি সংস্থা	ক্রয় প্রক্রিয়াকে আরো স্বচ্ছ, সহজ গতিময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী	√			দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দৈনিক সংবাদপত্রের পাশাপাশি ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়। ভবিষ্যতে ই-জিপি চালু করা হলে CPTU-এর ওয়েবসাইটেও

সরকারি আবাসন পরিদপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

আই,সি,টি, পলিসি-২০১৫-এর ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২০১৭) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

	বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।		করবে।				দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে।
*৫৫	সরকারি পর্যায়ে সকল শ্রেণীর নিয়োগের ব্যবহারিক পরীক্ষায় কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মৌলিক বিষয় অন্তর্ভূক্তকরণ।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (পাবলিক সার্ভিস কমিশন), সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	আইসিটি'র ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে চাকুরী প্রার্থীরা সচেষ্ট হবে এবং সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে আইসিটি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল নিয়োজিত হবে।	√			পরিদপ্তরে নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
৫৮	সরকারি পর্যায়ে সকল স্টেনোটাইপিস্ট পদ সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে রূপান্তর করা হয়েছে। এই পদে নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে কম্পিউটার অপারেটর পদের নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুসরণ করতে হবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সকল সরকারি সংস্থা	সরকারের মধ্যে আইসিটির ব্যাপক এবং তথ্যভিত্তিক ব্যবহার	√			পরিদপ্তরে নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
*৭২	আন্তর্জাতিক মান অনুসরণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য সকল সরকারি ওয়েবসাইট অভিগম্য (Accessible) করা	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকারি দপ্তর				√	সরকারি আবাসন পরিদপ্তর-এর ওয়েবসাইটটি NPF-এর আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। NPF-এ বিষয়টি কার্যকরী করা হলে এই পরিদপ্তরের ওয়েবসাইটেও তা কার্যকরী হবে।
১৬৮	সরকারি বেসরকারি আবাসনে ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য বিল্ডিং এর নকশা অনুমোদনের সময় ইন্টারনেট ক্যাবলিং এর বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। দেশের অন্যান্য শহরে আইএসপি, ডাটা সংযোগ প্রদানকারী, আবাসন এবং অবকাঠামো নির্মাণকারীদের সুবিধাদি প্রদান করতে হবে।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজউক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, আবাসন অধিদপ্তর	সাধারণ জনগণ ইন্টারনেটের আওতায় আসবে			√	বিষয়টির সাথে সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের সরাসরি সম্পৃক্ততা নেই।
১৭৭	মিশন ক্রিটিক্যাল ও বিশেষায়িত সফটওয়্যার ব্যতীত সফটওয়্যার ক্রয়ের অগ্রাধিকার প্রদান।	সকল সরকারি সংস্থা	সাশ্রয়ী মূল্যে সফটওয়্যার ক্রয় করা যাবে।		√		সফটওয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।
১৮৭	ই-গভর্নেন্স ও ই-সেবা সংক্রান্ত প্রকল্পের দ্বৈততা (Duplication) পরিহার করার জন্য প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র নিতে হবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়সহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ই-গর্ভনেন্স ও ই-সেবা বিষয়ক কার্যক্রমের দ্বৈততা (Duplication) পরিহারের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদের সাশ্রয় ঘটবে।		√		এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে।

সরকারি আবাসন পরিদপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

আই,সি,টি, পলিসি-২০১৫-এর ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২০১৭) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

১৮৮	সকল সরকারি দপ্তর ন্যাশনাল ই-গভর্নেন্স আর্কিটেকচার অনুসরণ করে সফটওয়্যার ও ই-সেবা তৈরি করবে।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর	ন্যশনাল ই-গর্ভনেন্স আর্কিটেকচার ব্যবহারের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত হবে।		√		এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে।
*২০৬	সরকারি ক্রয়ে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আইসিটি যন্ত্রপাতি ক্রয়।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সরকারি দপ্তর	অধিক হারে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে।		√		এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে।
২০৮	দাপ্তরিক কাজে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি করে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করা।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	কাগজ তৈরীতে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক উপাদান সংরক্ষণে সহায়ক হবে।		√		সরকারি আবাসন পরিদপ্তর-এর কার্যক্রমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি, বিশেষতঃ ইমেইল ব্যবহারের মাধ্যমে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করা হয়েছে। ২০১৭ সালের মধ্যেই ই-নথি ব্যবস্থাপনা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই ব্যবস্থাপনা চালু হলে দাপ্তরিক কাজে কাগজের ব্যবহার আরও হ্রাস পাবে।